হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কুরবানী সমূহ

(কুরবানীর ফযীলত সম্বলিত)

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর কুরবানী

(কুরবানীর ফযীলত সম্বলিত)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে (ব্যক্তি) একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহ্ তাআলার মহান দরবারে পেশ হবার সময় আল্লাহ্ তাআলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তবে তার উচিত আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।"

(ফিরদৌসুল আখবার বিমাচুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৮৩)

বেইটতে উঠতে, জাগতে, সোতে,
হো ইলাহি মেরা শিআর দুরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

* صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। * বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

* হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। * দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। * সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। * ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। * সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। * কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। * মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। * অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। * দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

স্বপ্ন সত্য করে দেখালেন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্জ মাস তার সুঘ্রান, বাহার এবং বরকত সমূহ বিকিরণ করছে। এটা এমন মাস, যে মাসে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের পুত্র হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে মিলে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির এমন এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যেটার কোন উপমা নেই। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যেটাতে কোন বক্তা বলছেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে তোমার ছেলে জবেহ করার আদেশ দিয়েছেন। ৯ম রাতে পুনরায় একিই স্বপ্ন দেখলেন। ১০ম রাতেও পুনরায় ঐ স্বপ্ন দেখার পর তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সকালে এই স্বপ্নের উপর আমল করতে অর্থাৎ ছেলেকে কুরবানী করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষন করলেন। **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশ পালন করতে ছেলেকে কুরবানী করার জন্য হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন নিজের প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام (যারা বয়স ৭ বছর বা ১৩ বছর বা এর চেয়ে কিছুটা বেশি) কে নিয়ে চললেন। তখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কথা মতে তাঁকে বেঁধে ফেলা হয়। ছুরী ধারালো করা হল, তাঁকে শোয়ায়ে দেওয়া হল। তাঁর চেহেরার সামনে থেকে মুখ সরিয়ে নিলেন এবং তাঁর গলায় ছুরী চালিয়ে দিলেন। এই সময় হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ওহী নাযীল হল। যেমন- পারা ২৩ সূরা সফ্ফাত, আয়াত, ১০৪-১০৭ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَاۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۶﴾ وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে। আমি এই ভাবেই পুরুস্কৃত করে থাকি সৎকর্ম পরায়নদেরকে। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল এবং আমি এক মহান কুরবানী তার বিনিময়ে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছি।

(তাফসীরে খাযেন, ৪র্থ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত, ছেলে হলে এমন! ১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচয়ঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে যেমনি ভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সুউচ্চ স্থান ও ধৈর্য প্রমাণীত হলো, তেমনি ভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আপন প্রতিপালকের কাছে সুউচ্চ পর্যায়ের অনুসরণকারী হিসেবে প্রমাণিত হলেন।

যে কেউ স্বপ্ন দেখে কি নিজের ছেলেকে জবেহ করতে পারবে?

স্মরণ রাখুন! কোন ব্যক্তি স্বপ্ন কিংবা অদৃশ্য আওয়াজের ভিত্তিতে নিজের কিংবা অন্যের ছেলে অথবা কোন মানুষকে জবেহ করতে পারবে না। যদি করে তবে বড় গুনাহগার এবং জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হবে। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যে স্বপ্নের ভিত্তিতে নিজের ছেলেকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন তা সত্য ছিল। কেননা, তিনি নবী ছিলেন, আর নবীদের স্বপ্ন ওহীয়ে ইলাহী (তথা **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে ওহী) এটা ঐ হযরতগণের পরীক্ষা ছিল। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জান্নাতী দুম্বা নিয়ে আসলেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের ছেলের পরিবর্তে ঐ জান্নাতি দুম্বা জবেহ করলেন।

তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নাম ইব্রাহীম, ইব্রাহীম সুরায়ানী শব্দ এর অর্থ হল اَبٌ رَحِيْمٌ অর্থাৎ (দয়াময় পিতা) কেননা, তিনি বাচ্চাদের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। এমনকি মেহমানদারী ও দয়া সম্মানে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য তাঁকে ইব্রাহীম বলা হয়। কিছু লোক বলেন: ইব্রাহীম মূলত ইবরম ছিল, যার অর্থ বুযুর্গ। কেননা, তিনি অনেক আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام পিতা। সমগ্র বিশ্বে তাঁর সম্মান এমন কি পূর্ব আরবরাও তাকে সম্মান করেন। এই জন্য তার নাম ইব্রাহীম। তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উপনাম হল আবুদ দয়ফান। কেননা, তাঁর ঘর রাস্তার পাশে ছিল এই জন্য যেই সেখানদিয়ে অতিক্রম করে যেত তাকে মেহমানদারী করতেন। তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জন্ম আহওয়াজের ছোচের মধ্যে হয়ে ছিল। তারপর তাঁর পিতা তাকে নমরুদের সম্রাজ্যে নিয়ে আসেন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা তাকে عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দান করেন এবং তাকে عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জমীন ও আসমানের সমস্ত বস্তু সমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন। যেমন- **আল্লাহ্ তাআলার** বাণী:

কানযুল (وَكَذٰلِكَ نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿۷۵﴾)

ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং এভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আসমান সমূহ ও জমীনের এবং এজন্য যে, তিনি স্বচক্ষে দেখা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (পারা- ৭, সূরা- আল ইনআম, আয়াত- ৭৫)

১০টি বিশেষ ফযীলত

তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এমন ১০টি ফযীলত রয়েছে যেগুলো শুধু তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট আর সেই ফযীলতগুলো হল: (১) রাসুলে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সব চাইতে উত্তম। (২) হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ই নিজের পরে আগত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পিতা। (৩) প্রত্যেক আসমানি ধর্মের (কিতাবের) মধ্যে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ রয়েছে। (৪) প্রত্যেক ধর্মের লোক তাঁকে সম্মান করেন। (৫) তাঁরই স্মরণে কুরবানি করা হয়। (৬) তাঁরই স্মৃতি হজ্বের আরকানে রয়েছে। (৭) তিনি কা'বা শরীফের প্রথম নির্মাণকারী অর্থাৎ সেটাকে ঘরের আকৃতিতে প্রস্তুতকারী। (৮) যে পাথরের (মকামে ইবরাহিম) উপর দাঁড়িয়ে তিনি কা'বা শরীফ তৈরী করেছেন, সেখানে কিয়াম তথা নামায এবং সিজদা হচ্ছে। (৯) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকেই উত্তম পোশাক প্রদান করা হবে। এর পরপরই আমাদের **হুযুর পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করা হবে। (১০) মুসলমানদের মৃত্যুবরণকারী বাচ্চাদেরকে তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং তাঁর সহধর্মীনি হযরত সারা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا পরকালে লালন-পালন করেন। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সবার উর্ধে ও সেরা আমাদের নবীঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকৃত শেষের ফযীলত হল কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে উত্তম পোষাক দান করা হবে, এর পর পরই আমাদের নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করা হবে। এটা শুনে অনেকের মনে এই ধারণা আসতে পারে যে, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হুযুর সায়্যিদে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উত্তম। কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে বেহেস্তি পোশাক দান করা হবে এটা আপন স্থানে ঠিক আছে। কিন্তু উত্তম আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **আল্লাহ্ তাআলা** ৩য় পারার, সূরা বাকারার, আয়াত নং ২৫৩ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এরা রাসূল আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের উপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাদের মধ্যে কারো সাথে **আল্লাহ্** কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন যাকে সবার উপর মর্যাদা সমূহে উন্নীত করেছেন।

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলার** এই ইরশাদকে "কেউ এমনও আছেন যাকে সবার উপর মর্যাদা সমূহে উন্নীত করেছেন" এই ব্যাপারে ইরশাদ করেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তাঁর মর্যাদাকে সমস্ত নবীদের থেকে খুব বেশি উত্তম করা হয়েছে। এই কথার উপর সমস্ত উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং হাদীসে পাকে ও প্রমাণীত। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও পূর্নতা যা অন্যান্য নবীদের থেকে উত্তম। তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে কারো তুলনা হয় না। অগণিত কুরআনুল করীমের মধ্যে এই ইরশাদ হয়েছে যে: "মর্যাদা সমূহে উন্নীত করেছেন" এই মর্যাদার মধ্যে কুরআনে কোন সীমা রেখা উল্লেখ করেননি। তবে কে এখন সীমা রেখা দিবে। **(খাযায়েনুল ইরফান, ৩য় পারা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্বা ও মাওলা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে উত্তম এমনকি জনাবে ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর যে বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা ও মর্যাদা অর্জন হয়। তা আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় হয়েছে। কেননা, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব তাঁর সদকায় সৃষ্টি করা হয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

হুতে কাহা খলিল ও বিনা, কা'বা ও মিনা,
লাওলাক ওয়ালে ছাহিবি ছব তেরে ঘর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

উভয় জাহানের সৃষ্টি আপনার জন্য:

অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এটা বলেছেন: প্রত্যেক কিছুর অস্তিত্ব হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায়। যদি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না হতেন তবে কা'বা নির্মাণকারী হযরত খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হতেন না। না কা'বা শরীফের ভিত্তি হত, না মিনার উজ্জলতা প্রকাশ পেত। কেননা, পৃথিবীর সৃষ্টি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমেই হয়েছে এবং এই পুরো পৃথিবীর রঙ্গিন ভূমি ও চাল চলন প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অস্তিত্তের কারণেই হয়েছে। যখন আসমান সমূহ ও জমীনের মালিক **আল্লাহ্ তাআলা** পৃথিবী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর সৃষ্টি করলেন। ঐ সময় না জ্বিন, না মানুষ, না কলম, না জান্নাত ও জাহান্নাম, না হুর ও ফেরেস্তা ছিল, না জমিন ও আসমানের অস্তিত্ব ছিল। ঐ সময় **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর হাবীবের নূর থেকে লওহ-কলম এবং আরশ-কুরশি সৃষ্টি করলেন। তারপর ঐ পবিত্র নূর থেকে আসমান, জমিন এবং জান্নাত-জাহান্নাম তৈরী করলেন। উদ্দেশ্য এটাই যে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার কারণে পুরো পৃথিবীর সৃষ্টি। যেমনি ভাবে হাদীসে কুদসীর সারাংশ হল;

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ওহী পাঠালেন: "হে ঈসা! মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতদের মধ্যে থেকে যারা তাঁর সময়কে পেয়েছে তাদেরকেও আদেশ দাও তাঁর উপর ঈমান আনতে। فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَاخَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَاالْجَنَّةَ وَلَاالنَّارَ অর্থাৎ কেননা, যদি মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অস্তিত্ব না হতো, তবে আমি না আদমকে সৃষ্টি করতাম না জান্নাত আর না জাহান্নাম তৈরী করতাম। যখন আমি আরশকে পানির উপর তৈরী করলাম, তখন সেটা নড়াচড়া করছিল। আমি তাতে لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ লিখে দিলাম, অতঃপর সে থেমে গেল।" (আল খাছায়েছুল কুবরা, বাব খুছুছিয়াতু বি কিতাবাতি ইসমিয়া শরীফ, ১/১৪) এমনকি এ সারা দুনিয়ার সকল সৌন্দর্য্য ও আলো আমাদের, প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণেই/ উছিলায় হয়েছে।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "**لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لِاُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِىْ وَلَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدُ! مَاخَلَقْتُ الدُّنْيَا۔**" অর্থাৎ হে আমার হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছি, আপনার যে ইজ্জত ও মর্যাদা এখানে রয়েছে। আমি তা এদেরকে জানিয়ে দিব এবং হে আমার হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আপনি না হতেন, তবে আমি এই দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।" জানা গেল, দুনিয়ার সমস্ত কিছু এমনকি সমস্ত আম্বীয়াগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام পবিত্র অস্তিত্ব আমাদের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তিনিই সমস্ত পৃথিবীর মূল এবং তিনিই অক্তিত্বের উৎস। এই জন্যই তো আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন:

(১) জমিন ও যমা তোমহারে লিয়ে, মকিন ও মকা তোমহারে লিয়ে,
চুনিন ও চুনা তোমহারে লিয়ে, বনে দু'জাহা তোমহারে লিয়ে।

www.dawateislami.net

(২) ফিরিস্তে খেদম, রসূরে হিশম, তামামে উমম, গোলামে করম,
ওজুদো ও আদম, হুদুসুকিদম, জাহামে ইয়া তোমহারে লিয়ে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

কালাম মসূহের ব্যাখ্যাঃ

(১) **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই সমস্ত জমিন আপনার কারণেই বনানো হয়েছে। যতকালই আসুক, আপনারই কারণে। এই বসতি স্থান অর্থাৎ ভূমি সমূহও আপনার কারণে এবং সকল স্থানের বাসিন্দারাও আপনার কারণে চুনিন ও চুনা অর্থাৎ এরূপ এরূপ প্রত্যেকটি বস্তু আপনারই কারণে বরং উভয় জাহান আপনারই জন্য।

(২) **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ফেরেস্তারা আপনার সেবক। আম্বীয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিতাকাঙ্খী। সমস্ত উম্মত আপনার দয়ার ভিখারী। ওজুদ হো ইয়া ই'দম অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকা না থাকা, আলমে হুদুস হো ইয়া কিদম অর্থাৎ জীবন হোক বা মৃত্যু, নতুন পুরাতন, রাত হোক বা দিন, এসব কিছুর দ্বিপ্ততা আপনার সত্ত্বার বরকের মাধ্যমে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্প্রদায়কে নেকীর দাওয়াত দেওয়াঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে সমস্ত আম্বীয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দান করেছেন। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর প্রিয় ও নৈকট্য পূর্ণ বান্দাদেরকে সহজতার পাশা-পাশি অনেক ধরণের বিপদের সম্মুখীন করে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং এই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিগণ কোন ধরণের অভিযোগ করা ব্যতীত সব সময় প্রফুল্ল মনে এই সমস্ত মুসীবত সহ্য করেন। **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে অনেক কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন এবং তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় প্রতিটি পরীক্ষায় সফল হন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্প্রদায় শিরকে লিপ্ত ছিল।

www.dawateislami.net

তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন নবুয়তের ঘোষণা করলেন, তখন সর্বপ্রথম নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্য শিরক থেকে মুক্ত থাকার এবং প্রকৃত ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**কে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। এর ফলাফল এটাই দাঁড়ালো যে, তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চাচা তাঁর কথা মানার পরিবর্তে তাঁর শত্রু হয়ে গেল। কুরআনুল করীমের মধ্যে এই ঘটনাটি এইভাবেই বর্ণনা করেন। অতঃপর পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত নং ৪২-৪৩ এর মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ یٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَ لَا یُبْصِرُ وَ لَا یُغْنِیْ عَنْكَ شَیْــٴًـا ﴿۴۲﴾ یٰۤاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جَآءَنِیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِیْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِیًّا ﴿۴۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন আপন পিতাকে বলল: হে আমার পিতা! কেন এমন কিছুর পূজা করছ? যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন কাজে আসে। হে আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমার নিকট ঐ জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চাচাকে বাবা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করাতে গিয়ে হযরত সদরুল আফাযীল মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কামূসে বর্ণিত রয়েছে; হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চাচার নাম আযর, ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাসালিকুল হুনাফার মধ্যে এইভাবেই লিখেন; চাচাকে বাবা বলা সকল দেশের প্রথা, বিশেষ করে আরবের মধ্যে উল্লেখ করেন। কুরআনুল করীমের মধ্যে রয়েছে:

﴿نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا﴾

এতে হযরত ইসমাঈলকে হযরত ইয়াকুবের পিতার মধ্যে উল্লেক করেন। বস্তুত তিনি হলেন চাচা। (খাযায়েনুল ইরফান, ২৬১ পৃষ্ঠা)

পরিশেষে তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর চাচাকে প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝালেন। কিন্তু সে তার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ছাড়তে রাজি হল না এবং

www.dawateislami.net

শেষ বারের মত কঠিন ভাষায় জবাব দিলেন। যেমন- কুরআনুল করীমের পারা ১৬, সূরা মরিয়মের, ৪৬ নং আয়াতের মধ্যে এই ভাবেই বর্ণনা করেন:

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْۤ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۚ لَىٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِیًّا ﴿۴۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললো: তুমি কি আমার খোদাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি তোমার উপর পাথর বর্ষণ করব। এবং আমার নিকট থেকে দীর্ঘ কালের জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাও।

শীতল আগুন:

তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চাচা যখন তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করল, তখন সে তাঁর শত্রু গেল। আর এরপর তিনি তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিলেন। তারাও তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ধারাবহিক ভাবে তাঁর সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেওয়ার আর কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তারা ফিরে আসল না এবং তারাও তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শত্রু হয়ে গেল। আর বলতে লাগল: (قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** কিন্তু এটুকুই বললো: তাকে হত্যা করে ফেলো বা জ্বালিয়ে দাও। (পারা- ২০, সূরা- আনকাবুত, আয়াত- ২৪) সদরুল আফাযীল হযরত মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নমরুদ ও তার সম্প্রদায় তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জ্বালিয়ে ফেলার জন্য একমত হল এবং তারা তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে একটা জায়গায় বন্ধি করে ফেলল। আর করইয়া কূছার মধ্যে একটি অট্টালিকা তৈরী করল এবং একত্রিত করল। আর একটি বড় আগুন জ্বালালো, যেটার তাপে আকাশে উড়ন্ত পাখি জ্বলে যেত এবং একটি পাথর নিক্ষেপ করার তোপ দাড় করালো। আর তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে বেঁধে তার মধ্যে রেখে আগুনে নিক্ষেপ করল। ঐ সময় তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুখে জারী ছিল: حَسْبِیَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম ব্যবস্থাপক)

www.dawateislami.net

জিব্রাইল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام তাকে عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরয করলেন: কি কোন সাহায্য লাগবে? তিনি عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করলেন: তোমার পক্ষ থেকে নয়। জিব্রাইল عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: আপনার প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করুন। বললেন: প্রার্থনা করা থেকে তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে জানাটাই আমার জন্য যথেষ্ট। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ আগুনকে নিদের্শ দিলেন: (يٰنَارُ كُوۡنِىۡ بَرۡدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبۡرٰهِيۡمَ ۙ﴿۶۹﴾)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আগুন! ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যা। (পারা- ১৭, সূরা- আম্বীয়া, আয়াত- ৬৯) তখন আগুন শুধু রশিগুলো ছাড়া আর কিছুই জ্বালালো না এবং আগুনের উত্তপ্ততা দূর হতে লাগল। আর আলোটা অবশিষ্ট ছিল। (খাযায়েনুল ইরফান, পারা- ১৭, সূরা- আম্বীয়া, আয়াত- ৬৯)

পরীক্ষার উপর ধৈর্য ধারণ করা আম্বীয়ায়ে কেরামদের সুন্নাত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের সম্প্রদায়কে সঠিক ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেমন সাহসীকতা অটলতা উৎসাহ ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ আদায় করেছেন। প্রথমে তাঁর পরিবারের সদস্য তাঁর শত্রু হয়েছে। তারপর তাঁর عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সম্প্রদায় শত্রুতে পরিণত হল। এতদসত্ত্বেও তিনি عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো ছেড়ে দেননি। বরং তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এমনকি তারা তাকে عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জীবন্ত জ্বালিয়ে ফেলার সিদ্ধান্তও নিয়ে নিল। তখনো তিনি তাদের সামনে নত স্বীকার হননি এবং পরিপূর্ণ ধৈর্য দেখুন! ঐ সময় হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে বলুন পূরণ করব? কিন্তু উৎসর্গ হোন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ঐ সময়ও ধৈর্য ও সন্তুষ্টি প্রদর্শন করলেন। এই ঘটনা থেকে ঐ সমস্ত ইসলামী ভাইদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। যারা **আল্লাহ্**র রাস্তায় নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে আসন্ন মুসীবতের উপর অভিযোগ করতে দেখা যায়। স্মরণ রাখুন! দ্বীনের প্রচার করা আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام সুন্নাত এবং এই রাস্তায় আসন্ন কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা ঐ পবিত্র বুযুর্গদের রীতি-নীতি।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আম্বীয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কামেলীনগণদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى পরীক্ষা করে থাকেন এবং ঐ মুসীবত ও কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করার কারণে ঐ দয়াময় **আল্লাহ্** তাঁর দয়ায় তাঁদেরকে অসংখ্য সাওয়াব ও প্রতিদান এবং মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আমাদেরও উচিত যখনি নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সময় অনেক কষ্ট ও মুসীবতের সম্মুখীন হতে হয় তবে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির আশায় সহ্য করে ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ আদায় করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সাওয়াব ও প্রতিদানের ভান্ডার আমাদের হাতে আসবে। এই প্রসঙ্গে দু'টি ফরমাণে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনুন এবং আমলের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন।

(১) "যে ব্যক্তি মুসীবতের উপর ধৈর্য ধারণ করল। এমনকি ঐ মুসীবতকে উত্তম ধৈর্যের সাথে ফিরিয়ে দিল তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য ৩০০ মর্যাদা লিখে দিবেন, প্রত্যেক দরজার মাঝে জমিন ও আসমানের পার্থক্য হবে।" (আল জামেউস সগীর লিছ সুয়ূতী, ৩১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৩৭)

(২) "**আল্লাহ্ তাআলা** বান্দাকে কষ্টের মাঝে পতিত রাখেন। এমনকি ঐ কষ্ট তার সমস্ত গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" (আল মুসতাদ্‌রাক, কিতাবুল জানায়েয, বাবুল মরিদ, ১ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রেমের পরীক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্মানীত স্ত্রী হযরত বিবি হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পেট মোবারক থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়ে যে, হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এবং হযরত ইসলামঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে এমন ভূপৃষ্ঠে রেখে আসবে যেখানে পানিহীন ময়দান এবং রুক্ষ পাহাড় আর কিছুই নেই। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ও হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে সাথে নিয়ে সফরে রাওয়ানা দিয়ে দিলেন এবং ঐ জায়গায় আসলেন যেখানে কা'বা মুয়ায্যমা রয়েছে।

www.dawateislami.net

ঐ সময় সেখানে না কোন জন-মানব ছিল না কোন ঝর্ণা এবং দূর দূরান্তে পানি বা কোন ব্যক্তির নিশানাও ছিল না। একটি পাত্রে কিছু খেজুর আর একটি চামড়ার থলিতে কিছু পানি হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সেখানে রেখে রাওয়ানা দিলেন। হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ফরিয়াদ করলেন: হে **আল্লাহ্**র নবী! এই নির্জন মরুভূমি যেখানে নেই কোন ভাল সঙ্গী, নেই কোন সহানুভূতীশীল লোক। আপনি আমাদের নিঃসঙ্গ রেখে কোথায় চলে যাচ্ছেন। অনেকবার হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। পরিশেষে হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا প্রশ্ন করলেন: আপনি এতটুকু বলুন আপনি কি আপনার ইচ্ছায় আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন নাকি **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমে এরূপ করছেন? তখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করলেন: হে হাজেরা! আমি যা কিছু করেছি সব **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমেই করেছি। এটা শুনে হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: এখন আপনি যেতে পারেন, আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও প্রশান্তি রয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ও আমার বাচ্চার কোন ক্ষতি করবেন না। কিছু দিনের মধ্যে যখন খেজুর এবং পানি শেষ হয়ে যাবার পর হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তাঁর বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। বাচ্চা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে গেল। হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া দুই পাহাড়ে ৭ চক্কর দিলেন। কিন্তু দূর দূরান্তে পর্যন্ত পানির কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তৃষ্ণার কঠোরতায় পায়ের গোড়ালি মেরে মেরে কাঁদছেন। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর পায়ের গোড়ালির পাশে নিজের পা মেরে জমিনের মধ্যে যমযমের ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরে পায়ের গোড়ালী থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল। ঐ পানিতে দুধের বৈশিষ্ট্য ছিল। এটা খাদ্য ও পানি উভয়ের জন্য কাজ হয়। অতঃপর এই যমযমের পানি পান করে করে হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ও হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام জীবিত ছিলেন। এমনকি হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যুবকে পরিণত হয়ে গেলেন এবং শিকার করতে লাগলেন,

www.dawateislami.net

তখন শিকারের মাংস ও যমযমের পানির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। তারপর যুরহম গোত্রের কিছু লোক তাদের বকরী চারণ করতে ঐ ময়দানে আসল এবং পানির ঝর্ণা দেখে হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর অনুমতীক্রমে এটা জন সমূদ্রে পরিণত হয়ে গেল। আর ঐ গোত্রের একটি মেয়ের সাথে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে বিয়ে হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে এটা জন সংখ্যার পরিণত হল। (আজাইবুল কুরআন মায়া গারাইবুল কুরআন, ১৪৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অনুসরণকারী হলে তো এমন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে আমরা এটাই জানতে পেরেছি যে, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** খুবই অনুসরণকারী ও অনুগত ছিলেন। তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য নিজের ঐ বাচ্চা যাকে অনেক দোয়ার পর বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিলেন। যে তার চোখের নূর এবং অন্তরের প্রশান্তি ছিল। অভ্যাসগত ভাবে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাকে কখনো পৃথক করতেন না, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয় পুত্র ও স্ত্রীকে এমন মরুময় উপথ্যকায় রেখে আসেন। যেখানে মাথা গোজানোর জন্য কোন গাছের ছায়া এবং তৃষ্ণা নিরাবনের জন্য কোন পানির ফোটাও ছিল না। না সেখানে কোন সাহায্যকারী ছিল, না কোন ভাল সঙ্গী ও সহানুভূতিশীল লোক। আমাদের মধ্যে কেউ যদি হত তবে হয়ত সেই চিত্রটা তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করত। রবং সীমাহীন দুঃখের কারণে অন্তর ফেটে যেত। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই নির্দেশ শুনে না কোন চিন্তিত ছিলেন, না এক মুহুর্তের জন্য চিন্তায় ব্যাস্ত ছিলেন আর না দুঃখ কষ্টে দূর্বল হলেন। বরং তাড়াতাড়ি **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশ পালন করার জন্য স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে সিরিয়া প্রদশে থেকে মক্কার জমিনে চলে গেলেন এবং সেখানে স্ত্রী পুত্রকে রেখে সিরিয়া প্রদেশে পুনরায় ফিরে আসলেন। আল্লাহু আকবর! এই উৎসাহ উদ্দীপনার অনুসরনের নিদর্শনের উপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ!

www.dawateislami.net

হায় আফসোস! আমরাও **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য ইসলামকে প্রশিদ্ধ ও ব্যাপক করতে, সুন্নাত সমূহ শিখতে এবং লোকদের প্রতি নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করতে নিজে ও নিজেদের সন্তানদের, চোখের মনিদের নিজ থেকে পৃথক করে অনেক বছর ও মাসের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র প্রতি মাসে তিন দিন **আল্লাহ্**র রাস্তায় আশেকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরে রাওয়ানাকারী হয়ে যেতাম। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিজের বুদ্ধিতে ও বড় বাচ্চাদের সাথে নিজে অংশগ্রহণকারী হওয়া আমাদের আমল হয়ে যেত। দাঁড়ী, ইমাম শরীফ এবং অন্যান্য সুন্নাত সমূহে আমলের এবং নিজ বাচ্চাদের সুন্নাতের প্রতি শিক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হত।

সুন্নাতো কি করো খুব খিদমত, হার কিসি কো দো নেকী কি দাওয়াত।
নেক মে ভি বনো ইলতিজা হে, ইয়া খোদা তুঝছে মেরী দোয়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্র ইচ্ছাকে অভিনন্দনকারীঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্পূর্ণ জীবনটাই **আল্লাহ্**র রাস্তায় উৎসর্গ করেই কেটেছে। যখন **আল্লাহ্**র নির্দেশ আসত, তিনি তা পালন করতে গিয়ে কখনো ঘরের সদস্যদের শিরিক থেকে বাধা দেন আবার কখনো সম্প্রদায়কে নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাদের বিরোধীতা সহ্য করেন। কখনো বাদশাহ্কে তাওহীদ ও রিসালাতের সঠিক সংবাদ পোঁছান, কখনো নিজের সম্প্রদায়দের অগ্নিকুণ্ডে জ্বলতে হয়েছিল। দীর্ঘ ইচ্ছা আখাঙ্ক্ষার পর বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মায়ের সাথে গাছপালা হীন মরুময় ময়দানে **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমে দুনিয়ার কোন আশা ছাড়াই একাকী রেখে আসেন। কখনো তিনি সন্তানের নরম মোলায়েম গর্দানে নিজের হাতে ছুরি চালাতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হননি। বস্তুত তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পুরো জীবনটাই **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুসরনে অতিবাহিত করার দৃষ্টি পড়েঃ। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পুরো জীবনের এক একটি মূহুর্ত **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেয়।

www.dawateislami.net

তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রতিটি অবস্থা **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির মধ্যে **আল্লাহ্**র ইচ্ছাকে অভিনন্দন জানানোর মধ্যে থাকার উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য শতকোটি মারহাবা! যাতে আমরাও তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মত **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি। হায়! আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুসরনে জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্**র রাস্তায় নিজের সন্তানকে পর্যন্ত কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হায়! আফসোস! আমরাও যদি আমাদের কিছু সময় **আল্লাহ্**র রাস্তায় ব্যায়কারী হয়ে যেতাম খুব খুব মাদানী কাফেলায় সফর করার পাশপাশি মাদানী ইন্আমাতের আমলকারী ও মাদানী কাজের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যেতাম।

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পবিত্র জীবনি থেকে আমরা এই শিক্ষাও পায়, আমাদের উপর যত বড়ই মুসীবত আসুক না কেন, আর যত বড় পরীক্ষায় পতিত হই না কেন। তখন আমাদের প্রতি পালকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে ঐ সময়টা অতিক্রম করা উচিত অবশ্য যদি আমরা কোন মুসীবতের স্বীকার হই অধৈর্য হওয়ার পরিবর্তে অর্জিত সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কতটাই নেয়ামত এমনটাতে, যেটা চাওয়া ব্যতীত আমাদের দেওয়া হচ্ছে এবং এর ধারাবাহিকতা ক্রমবর্ধমান চলছে। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** অসংখ্য নেয়ামত সমগ্র পৃথিবীতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির ফোটা, গাছের পাতা, সমূদ্রের জলরাশি, বালির কণার চেয়েও বেশি শক্তিশালী ভাবে বর্ষিত হচ্ছে। যেটার গননা কল্পনাও করা যাবে না এবং এটার ঘোষনা **আল্লাহ্ তাআলা** নিজেই তাঁর পবিত্র কালামে ফরমাচ্ছেন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যদি **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ গননা কর তবে সংখ্য নির্ণয় করতে পারবে না। (পারা- ১৩, সূরা- ইব্রাহীম, আয়াত- ৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে বান্দাহ কখনো কোন মূহুর্তে,

www.dawateislami.net

কোন অবস্থাই সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ্ তাআলার** সীমাহীন অগণিত নেয়ামতের সাথে সম্পর্কিত হতে পারবে না। এই জন্য কেউ যদি পারীক্ষার মধ্যে পতিত হয়ে যান বা কোন নেয়ামত শেষ হয়ে গেছে। তখন **আল্লাহ্ তাআলার** অন্যান্য অগণিত নেয়ামত অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমত্তা সেটাই, যে এমনি পরিস্থীতিতে ধৈর্যের আঁচল না ছাড়ে। **আল্লাহ্র** সন্তুষ্টির জন্য তা সহ্য করে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সাওয়ার ও প্রতিদানের রাশি রাশি ভান্ডার আমাদের হাতে আসবে। যেমন- **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "মুসলমানের যে কোন ধরণের দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানী আসে। এমনকি একটি কাটা পর্যন্ত বিদে তো **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ কষ্টের কারণে তার গুনাহ মিটিয়ে দেন।" (সহীহ বুখাররী, কিতাবুল মরজী, বাবু কাফ্ফারাতুল মরজ, ৪র্থ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬৪০)

কিয়ামতের দিন আহ্বানকারী আহ্বন করবে: হে আছ যার কর্জ **আল্লাহ্ তাআলার** উপর রয়েছে, তবে সৃষ্টি বলবে: এমন কে আছে যার কর্জ **আল্লাহ্ তাআলার** উপর। ফেরেস্তারা বলবে: ঐ ব্যক্তি যাকে দুনিয়ার মধ্যে এমনি মুসীবতের মধ্যে পতিত করা হয়েছে। যেটার দ্বারা তার মনে আঘাত পেয়েছে, চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে সাওয়াবের আশায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করল। সে দাঁড়িয়ে যাও, আর **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে থেকে তার প্রতিদান নিয়ে নাও। (নেকীও কি জাযায়ে আউর গুনাহো কি সাজায়ে, ২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানীর গুরুত্ব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত আমাদের মধ্যে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মত অভ্যাস গড়ে তোলা এবং এই ধরণের ভাল গুনাবলী সমূহ নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করার একটি সর্বোত্তম পন্থা হল এটাই যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনি অধ্যয়ন করি। যখন আম্বীয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে ইজামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ঘটনাবলী পড়া যাবে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাদানী সুবাসে আমাদের জীবন ও সুবাসিত হয়ে উঠবে।

www.dawateislami.net

আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ব্যাপারে শুনলাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পুরো জীবনটাই **আল্লাহ্ তাআলার** অনুসরন ও অনুকরনে অতিবাহিত করে ছিলেন। খোদার হুকুমের মধ্যে নিজের শরীর মন, ঐশ্বর্য্যকে উৎসর্গ করার আমল প্রকাশিত করলেন। এমনকি চাঁদের মত ছেলেকেও **আল্লাহ্**র রাস্তায় কুরবান করতে আফসোস করেননি। **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই আদায়টা এতই পছন্দনীয় হয়েছে যে, সমস্ত মুসলিম উম্মতদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন যে তোমরাও আমার খলিলের عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই আমলের উপর আমল করে পশু জবেহ কর। অতঃপর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুকীম মুসলমান নর-নারী নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারির উপর কুরবানী ওয়াজীব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত) নিসাব পরিমাণ সম্পধের অধিকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তির নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তৎসমপরিমাণ সম্পদের টাকা বা তৎসম পরিমাণ সম্পদের ব্যবসায়িক মাল বা এত পরিমাণ আসবাব পত্র এবং তার নিকট ঋণ না থাকে যা আদায় করার পর উল্লেখিত সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। (আলমগিরী, ১/১৮৭, সংক্ষেপিত) ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: মৌলিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্দেশ্য হল ঐ বস্তু যা সচরাচর মানুষের প্রয়োজন। যেগুলো ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা খুবই কষ্ট অনুভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ থাকার ঘর। পরিধানের কাপড়, আরোহন, ইলমে দ্বীনের সম্পৃক্ত কিতাব। (আলমগিরী, ১/১৭৬, সংক্ষেপিত)

অনেক হাদীস শরীফের মধ্যে কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে; আসুন! সেগুলোর মধ্য থেকে দুইটি ফরমাণে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনি।

(১) হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন; সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই কুরবানী করাটা কি? তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমাদের পিতা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সুন্নাত।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এতে আমাদের জন্য কেমন সাওয়াব রয়েছে? ইরশাদ করলেন: "প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী।"

www.dawateislami.net

আরয করলেন: এবং পশমে? ইরশাদ করলেন: "তার প্রতিটি লোমের বিনিময়েও একটি নেকী।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদহা, বাবু সাওয়াবুল উদহিয়্যাহ, ৩য় খন্ড, ৫৩১ পৃষ্ঠা, নং- ৩১২৭)

(২) অন্য আর এক হাদীসে মোবারকায় রয়েছে; "হে লোকেরা! আনন্দ চিত্তে কুরবানী কর এবং এর রক্তের বিনিময়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি ও প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখ। যদিও সেটা জমিনে পরে যায়। কেননা, সেটা **আল্লাহ্ তাআলা**র সংরক্ষণেই পড়ে থাকে।" (আল মুজামুল আউসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৩১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন! যে ব্যক্তির উপর শরীয়াতের ভিত্তিতে কুরবানী ওয়াজীব হয়েছে তার উপর কুরবানী সম্পর্কৃত মাসয়ালা শিখ আবশ্যক। বর্তমান সময়ে ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে এই গুরুত্ব পূর্ণ ফরযকে যেভাবে আদায় করা দরকার সেভাবে আদায় করতে পারছে না। আমাদের সমাজের এক সংখ্যক এমন যাদের দ্বীনি জ্ঞানের অবস্থা এরূপ যে একি ঘরে অবস্থানকারী কয়েক জন নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এক ঘর থেকে সবার পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দেওয়া হয় এবং কুরবানীর জন্য কেমন পশু হওয়া উচিত? বা কোন ত্রুটির কারণে কুরবানী হবে না? তারা মোটেই জানে না এবং তারা কুরবানী করার পর খুব আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকে যে আমরা সুন্নাতে ইব্রাহীমের উপর আমল করে নিয়েছি এবং আমাদের ওযাজীব আদায় হয়ে গেছে। অথচ তাদের দায়িত্বে ওয়াজীব অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এই জন্য কুরবানীর হুকুম আহকাম সমূহের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কুরবানী সংক্রান্ত মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "ঘোরার আরোহী" এর অধ্যয়ন খুবই উপকারীত প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত যে কুরবানী করার আগে কমপক্ষে একবার তো অবশ্যই এই রিসালা পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ইলমে দ্বীনের রাশি রাশি ভান্ডার হাতে আসবে এবং কুরবানীর অনেক মাসায়িল সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে কুরবানী সম্পর্কে আরো বেশি জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীণা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব

www.dawateislami.net

"বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড, ১৫তম অংশ কুরবানীর মাসায়িল পড়ে নিন বা দারুল ইফতায়ে আহলে সুন্নাত থেকে জেনে নিন।

কুরবানীর চামড়া দা'ওয়াতে ইসলামীকে দিনঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** কমবেশ ৯৭টি বিভাগে সুন্নাতের খেদমতে ব্যাস্ত। এই সমস্ত বিভাগেগুলোকে চালানোর জন্য মাসে কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। আমাদেরও সাওয়াব অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজকে উন্নত করতে নিজ ঘর, আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশির পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগের পরিচয় করিয়ে কুরবানীর চামড়া জমা করানোর পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে হবে এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের এই ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে হবে যে সেও যেন তার কুরবানীর পশুর চামড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিয়ে নেকীর কাজে ছোট-বড় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা হযতর সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কুরবানী সম্পর্কে শুনলাম এবং এ সম্পর্কে মাদানী ফুলও অর্জন করলাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পুরো জীবনটাই **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুসরন ও সন্তুষ্টির মধ্যেই অতিবাহিত করেছিলেন। মূহুর্তে মূহুর্তে মুসীবত ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকাকে প্রধান্য দিয়েছেন। কখনো মুখ থেকে অভিযোগ প্রকাশ করেননি। আমাদেরও উচিত আমাদের জীবন **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুসরনে অতিবাহিত করা প্রতিটি কার্যকলাপে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরণ করা।

www.dawateislami.net

পরীক্ষার মধ্যে ধৈর্য এবং নেয়ামত পাওয়ার পর **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, তবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানের সৌভাগ্য আমাদের ভাগ্যে থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশে মাযারাতে আউলিয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সমগ্র পৃথিবীতে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করতে, সুন্নাতের সুবাস ছড়াতে, ইলমে দ্বীনের প্রদ্বীপ জ্বালাতে ব্যাস্ত রয়েছে দুনিয়ার কমবেশ ১৯২টি দেশে এর মাদানী কাজ পৌঁছে গেছে। সমগ্র পৃথিবীতে মাদানী কাজেকে সুশৃংঙ্খল করতে কমবেশ ৯৭টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হল "মজলিশে মাযারাতে আউলিয়া"। এই মজলিশের যিম্মাদারগণ অন্যান্য মাদানী কাজের পাশাপাশি বুযুর্গদের মাযারে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমতের ব্যবস্থা করেন। উদাহরণস্বরূপ; যতটুকু সম্ভব ঐ মাজারের বুযুর্গের ওরশে ইজতিমা ও যিকির না'ত মাহফিলের বান্দোবস্ত করা। মাজারের সংলগ্ন মসজিদের মধ্যে আশেকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সফর করানো এবং বিশেষ করে ওরশের দিনে মাযারের আশেপাশে সুন্নাতে ভরা মাদানী হালকার ব্যবস্থা। যেটাতে অযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায এবং ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি, মাযার সমূহে উপস্থিতির আদব এবং **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ শিখানো হয়। এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইন্আমাতের উপর আমলের উৎসাহ প্রদান করা হয়। ওরশের দিন মাযার ওয়ালার খেদমতের মধ্যে রাশি রাশি ইছালে সাওয়াবের তোহফা পেশ করা। এমনকি মাযার ওয়ালার আসনে আসীন, খলিফা এবং মাযারের মুতাওয়াল্লী সাহেবদের সাথে সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** খেদমত, জামেয়াতুল মদীনা মাদারাসাতুল মদীনা এবং বিভিন্ন দেশে বিদেশে হওয়া মাদানী কাজের ব্যাপারে অবগত করানো ইত্যাদি। **আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীকে** দিন-রাত উন্নতি দান করুন।

www.dawateislami.net

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুজপে জাহাঁ মে।
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচি হো।

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও সুন্নাতের খেদমতের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বড়-ছোট মাদানী কাজে অংশ নিন। জেলী হালকার **১২** মাদানী কাজ মুসলমানদেরকে সুন্নাতের পথে পরিচালিত করতে অনেক সহায়ক হয়। **১২** মাদানী কাজের মধ্য থেকে একটি মাদানী কাজ হল "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান" এর মধ্যে পড়া ও পড়ানো হয়। কুরআনে পাক **আল্লাহ্ তাআলা**র মোবারক কালাম পড়া, পড়ানো, শুনা, শুনানো সব সাওয়াবের কাজ। কিন্তু এই সাওয়াব ঐ সময় পাওয়া যাবে যখন বিশুদ্ধ ভাবে শব্দ পড়া যাবে। অন্যথায় অনেক সময় সাওয়াবের পরিবর্তে বান্দা আযাবের হকদার হয়ে যাবেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে এতটুকু পরিমাণ তাজবীদ সহকারে হরফ সমূহ বিশুদ্ধ হওয়া এবং ভুল থেকে বাঁচা ফরযে আইন। কুরআনে করীম পড়া এবং পড়ানো অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন- **নবীয়ে মুকাররম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ۔" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।" (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন আর বলতেন: এই হাদীসে মোবারকা আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে। (ফয়যুল কদীর, ৩য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৯৮৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও বিশুদ্ধ ভাবে মাখারিজ সহকারে কুরআন করীম পড়তে ইচ্ছুক হই এবং পড়াতে চায় তবে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান) এর মধ্যে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন জায়গায় ও মসজিদ ইত্যাদিতে সচরাচর ইশার নামাযের পর হাজারো মাদ্‌রাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। যেখানে বয়স্ক ইসলামী ভাই বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে হরফকে সঠিক ভাবে আদায় করার সাথে কুরআন শিখে এবং দোয়া সময়হ মুখস্ত করেন। নামায ইত্যাদি সঠিক করেন এবং সুন্নাত সমূহের শিক্ষা বিনামূল্যে অর্জন হয়। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘরের মধ্যে প্রতিদিন কমপক্ষে হাজারো মাদ্‌রাসাতুল মদীনার (বালেগাত) ব্যবস্থা হয়ে থাকে। যেটাতে ইসলামী বোনেরা কুরআনে করীম, নামায এবং সুন্নাত সমূহ বিনামূল্যে অর্জন হয় এবং দোয়া সমূহ মুখস্ত করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের বরকতে অনেক ইসলামী ভাই সংশোধনও হয়ে যায়। আসুন! এ প্রসঙ্গে এক ঈমান উদ্দীপক মাদানী বাহার শুনি-

আমার জীবনে বাহার এসে গেল!

যমযম নগর, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু) এলাকার আফেন্দি টাউনের অধিবাসি এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা; আমি এক ফ্যাশন যুবক ছিলাম, দুনিয়ার আনন্দ উল্লাসে মত্ত, নিজের আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীনতার জীবন অতিবাহিত করছিলাম। আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল, আমি মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় পড়ার সুজোগ পেয়ে গেলাম। আমার সৌভাগ্যের সফরের সূচনা শুরু হয়ে গেল। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগানে) এর বরকতে আমার কঠিন হৃদয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** ভয় এবং ইশকে মুস্তফার নূর আলোকিত হয়ে গেল। এতে আমার কুরআনে করীম শিখার পাশাপাশি সুন্নাতে উপর আমলের উৎসাহও পেলাম এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় পড়ার বরকতে আমার জীবনে বাহার এসে গেল। ফ্যাশন পূজারী আনন্দ উল্লাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম এবং আমি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখনো পর্যন্ত মাদানী কাফেলার দায়িত্বে মাদানী কাজের সাড়া জাগাচ্ছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সফরের সুন্নাত ও আদবঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকাংশ সময় আমাদের সফরের প্রয়োজন হয়। এই কারণে আমাদের চেষ্টা করে সফরের কিছু না কিছু সুন্নাত ও আদব শিখে নিই। যাতে এর উপর আমল করে আমরা আমাদের সফরকে সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম করতে পারি।

* যদি সম্ভব হয় তবে জুমার রাতে সফরের সূচনা করুন। জুমার রাতে সফর করা সুন্নাত। * যদি সুজোগ হয় তবে রাতে সফর করুন, রাতের সফর তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। * যদি কিছু ইসলামী ভাই মিলে মাদানী কাফেলার মত সফর করেন, তবে কাউকে আমীর বানিয়ে নিন। * চলার সময় প্রিয় জন, বন্ধু-বান্ধবদের থেকে দোষত্রুটি ক্ষমা চেয়ে নিন এবং যার থেকে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে, তার উপর আবশ্যক যে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেওয়া। * সফরের পোশাক পরিধান করে যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয় তবে ঘরের মধ্যে চার রাকাত নফল নামায। "اَلْحَمْدُ وَقُلْ" পড়ে বাইরে বের হবেন। ঐ রাকাত সমূহ পরিবার সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করবে। * আমরা যখনি সফরে রাওয়ানা হব, তবে আমাদের উচিত আমাদের পরিবার ও সম্পদ **আল্লাহ্**র কাছে সোপর্দ করে যাওয়া বরং যদি সম্ভব হয় তবে নিচের কলেমা পড়ে সফরে রওয়ানা হওয়া: اَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِىْ لَايُضِيْعُ وَدَائِعَهٗ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে সোপর্দ করছি,

www.dawateislami.net

যিনি সোপর্দ কৃত আমনত নষ্ট করেন না। * ব্যবসার কাজে সফরকারী ব্যক্তিদের উচিত, এই পাঁচটি সূরা পড়ে নেওয়া; (১) قُلْ يٰۤاَيُّهَاالْكٰفِرُوْنَ (শেষ পর্যন্ত), (২) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (শেষ পর্যন্ত), (৩) قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (শেষ পর্যন্ত), (৪) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (শেষ পর্যন্ত), (৫) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (শেষ পর্যন্ত)। * যখন সিড়িতে উঠবে বা উপরের জায়গার দিকে উঠবে বা আমাদের বাস ইত্যাদি এমনি জায়গা দিয়ে অতিক্রম করছে যেটা উরের দিকে যাচ্ছে, তখন "اَللهُ اَكْبَرُ" বলাটা সুন্নাত এবং সিড়ি তেকে নামাবে বা নিচের ভূমির দিকে নামবে, তখন "سُبْحَانَ اللهِ" বলা টা সুন্নাত। * মুসাফিরের উচিত সে যেন দোয়া থেকে উদাসীন না হয়ে। কেননা সে যতক্ষণ পর্যন্ত সফরে থাকবে তার দোয়া কবুল হয়। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে না পোঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল হয়। * গন্তব্যস্থানে নেমে সাথে সাথে এই দোয়া পড়বে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে। দোয়া এটাই اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ۔ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি ঐ মন্দ থেকে যেটাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। * সফর থেকে ফিরে আসার পর পরিবারের জন্য কিছু তোহফা নিয়ে আসুন, এটা সুন্নাতে মোবারকা। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে তদবে পরিবারের সদস্যদের জন্য কিছু না কিছু হাদিয়া নিবে। এমনকি তার থলেতে পাথর ও ভরে নিয়ে আসে।"

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। (১০১ মাদানী ফুল)

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

(১) (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে(এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

(২) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

(৩) (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

(৪)এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ :

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে ! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫(

www.dawateislami.net